জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বন্ধে
১৬ দিনের প্রচারাভিযান

২৫ নভেম্বর -
১০ ডিসেম্বর, ২০২৪

‘TOWARDS 30 YEARS OF THE BEIJING DECLARATION AND PLATFORM FOR ACTION: UNITE TO END VIOLENCE AGAINST WOMEN’

নারী-কন্যার সুরক্ষা করি
সহিংসতামুক্ত বিশ্ব গড়ি

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development

DASCOH Strengthening Systems for Development

Manab Kallyan Parishad-MKP

Partnership Development Justice NETZ বাংলাদেশ

Young People at High Schools Strengthen Women's Rights and Inclusive Governance in Bangladesh (YUKTA)

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বন্ধে
১৬ দিনের প্রচারাভিযান

২৫ নভেম্বর -
১০ ডিসেম্বর, ২০২৪

নারী-কন্যার সুরক্ষা করি সহিংসতামুক্ত বিশ্ব গড়ি

নারীর প্রতি সংঘটিত সকল নির্যাতন নির্মূল করার প্রত্যয়ে পরিবার, কমিউনিটি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এবং বিশ্বব্যাপী একটি জাগরণ তৈরি করার লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ১৬ দিনব্যাপী (২৫ নভেম্বর–১০ ডিসেম্বর) প্রচারাভিযান পরিচালিত হয় *(16 Days of Activism against Gender-Based Violence Campaign)*। এটি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ নামেও পরিচিত। বাংলাদেশে ১৯৯৭ সাল থেকে এই প্রতিরোধ পক্ষ পালন হয়ে আসছে। পরবর্তীতে জাতিসংঘ মহাসচিবের আহ্বানে সৃষ্ট ইউনাইট ক্যাম্পেইন জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বন্ধে ১৬ দিনের প্রচারাভিযানের জন্য বৈশ্বিক একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় 'Towards 30 years of the Beijing Declaration and Platform for Action: UNITE to End Violence Against Women'. এ বছর বিশ্ব বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনের প্রায় ৩০ বছর হতে যাচ্ছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বেশকিছু অগ্রগতি হওয়ার পাশাপাশি এখনও জেন্ডার সমতার লক্ষ্য অর্জন হতাশাজনক।

এই প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত এবারের ১৬ দিন ব্যাপী প্রচারাভিযানের প্রতিপাদ্য বিষয়ে নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধে আরও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, নারী অধিকার সুরক্ষায় জাতীয় কৌশল আরও শক্তিশালী করা এবং নারী অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনগুলোকে আরও বেশি সমর্থন দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে করা বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন ছিল নারী-পুরুষ সমতা অর্জন এবং নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য সবচেয়ে ব্যাপক ও রূপান্তরকারী বৈশ্বিক এজেন্ডা। এই এজেন্ডায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৮৯ টি দেশ সাক্ষর করে।

নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতি বছর বাংলাদেশেও সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ পক্ষ পালন করা হয়। এ বছর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় হলো:

"নারী-কন্যার সুরক্ষা করি, সহিংসতামুক্তক্ত বিশ্ব গড়ি"

এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি ক্রমবর্ধমান সকল প্রকার নির্যাতন প্রতিকার ও প্রতিরোধ, লিঙ্গভিত্তিক হত্যা এবং নারী ও কন্যাশিশুর সুরক্ষার জন্য ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সমন্বিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার ওপর জোরদার করা হয়েছে।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা একটি বৈশ্বিক সমস্যা যা নারী ও কন্যাশিশুর জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত বাংলাদেশের জেন্ডার পরিসংখ্যান প্রতিবেদন ২০১৮ অনুযায়ী, বিবাহিত নারীদের ৫৪.২% তাদের জীবদ্দশায় স্বামীর কাছ থেকে শারীরিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হন। এছাড়া, ইউএনডিপির গবেষণা প্রতিবেদনে (Gende Based Violence: Taking Stock of Bangladesh's Shadow Pandemic) দেখা যায়, ২০২০-২১ সালে, ৬০% নারী এবং শিশু যৌন নিপীড়নের শিকার হন। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, গত জানুয়ারি-সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্বামী দ্বারা ১২৯ জন হত্যার শিকার হন এবং ধর্ষণের পর মৃত্যু হয় ২২ জন নারী ও কন্যাশিশুর এবং ধর্ষণের শিকার হয়ে ০৭ জন নারী ও কন্যাশিশু আত্মহত্যা করেন। এছাড়া ঘরের বাইরেও নারীরা প্রতিনিয়ত নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। বিভিন্ন গবেষণা এবং পত্রিকার প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, যেকোনো ক্রান্তিকালীন সময়ে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পায়।

এই সময়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য দিবসগুলো হলো:

২৫ নভেম্বর- আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস
২৯ নভেম্বর- আন্তর্জাতিক নারী মানবাধিকারকর্মী দিবস (International Women Rights Defender Day)
১ ডিসেম্বর - বিশ্ব এইডস্ দিবস
৩ ডিসেম্বর- বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস
৫ ডিসেম্বর- আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস
৯ ডিসেম্বর- রোকেয়া দিবস
১০ ডিসেম্বর- মানবাধিকার দিবস

বিদ্যমান এই পরিস্থিতি পরিবর্তনে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আসুন, আমরা সবাই যার যার অবস্থান থেকে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ও প্রতিকারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করি। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় নারী ও কন্যাশিশুদের অবদান নিশ্চিত করতে হলে আমাদের সকলের নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নারী-পুরুষ সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার বিকল্প নেই।

সকল প্রকার নির্যাতন নিরসন এবং নারী ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের গতিতে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারের কাছে আমাদের দাবি:

- নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা নীতি গ্রহণ করা;
- সহিংসতা বন্ধে জাতীয় পর্যায়ের হেল্প লাইন ১০৯ ও ৯৯৯- কে আরও জোরদার করা;
- নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ অনুযায়ী, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সকল পর্যায়ে কমিটি গঠন ও এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা এবং আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শাস্তি নিশ্চিত করা;
- অনলাইন ও জনপরিসরে যৌন হয়রানি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। অনলাইন হয়রানি প্রতিরোধে পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেনকে কার্যকর ও শক্তিশালী করা;
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা দূর করা;
- সহিংসতার শিকার নারীদের পুনর্বাসন এবং সম্মান ও মর্যাদার সাথে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

নাগরিক সমাজ হিসেবে আমরা কী করতে পারি?

- নারী ও কন্যাশিশুর যেকোনো নির্যাতন বন্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করা;
- নারীর প্রতি আচরণে শ্রদ্ধাশীল, ন্যায়পরায়ন ও যত্নশীল হওয়া;
- এই পরিস্থিতিতে পরিবারের মেয়ে ও ছেলে উভয় সন্তানের শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনের প্রতি সমান মনোযোগী হওয়া;
- ১৮ বছরের আগে কন্যা সন্তান ও ২১ বছরের নীচে পুত্র সন্তানকে বিয়ে না দেয়া এবং অন্যকেও এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত রাখা; নির্যাতনের শিকার নারীর কথা শুনা, তার পাশে থাকা ও সহযোগিতা করা;
- নারী নির্যাতন একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ– এই বিষয়টি অন্যকেও জানানো।

আসুন, নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই, প্রতিবাদ করি এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলি

"Strengthening the Human Rights and Social Participation of Marginalised Groups in Bangladesh with specific Focus on Women and Girls (Short: HOPE)"